



104812 - ছাত্রদের জন্য রিপোর্ট ও এসাইনমেন্ট লিখে দয়া কথিবা ইন্টারনেটে থেকে সংগ্রহ করে দয়া

প্রশ্ন

আমি আপনাদের ওয়েবসাইটে পড়ছি যে, অর্থের বিনিময়ে ছাত্রদেরকে রিপোর্ট তৈরি করে দয়া হারাম। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসে করতে চাই, যদি শিক্ষক জানে যে, ছাত্ররা রিপোর্টগুলো অমুক ব্যক্তিদের কাছে তৈরি করে। সেই ব্যক্তিরা বিষয়গুলো ইন্টারনেটে থেকে সংগ্রহ করে। বরং কিছু কিছু শিক্ষক ছাত্রদেরকে বলে যে, তোমরা ইন্টারনেটে থেকে সংগ্রহ কর। এমতাবস্থায়ও কি এটি হারাম হবে? কেননা আমি ছাত্রদের জন্য রিপোর্ট লিখে দয়ার কাজ করছি। কিন্তু ফতোয়াটি পড়ার পর আমি এটি স্থগতি করে দিয়েছি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ছাত্রদেরকে যে রিপোর্ট কথিবা এসাইনমেন্টগুলো তৈরি করতে বলা হয় এগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদেরকে গবেষণার প্রশিক্ষণ দয়া, এক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতা পরীক্ষা করা, তাদেরকে রফোরেন্স গ্রন্থগুলো ব্যবহারে অভ্যস্ত করা তোলা, ইত্যাদি। তাই এ গবেষণাগুলো ছাত্ররা নিজ তৈরি করা আবশ্যিকীয়। অর্থের বিনিময়ে কথিবা অর্থ ছাড়া এগুলো তাদেরকে তৈরি করে দয়া নাজায়যে। যহেতে এটি জালিয়াতি, মথিয়া, প্রজন্ম নষ্ট করা এবং এমন কিছু দুর্বল ছাত্র বরে করার নামান্তর যারা এ রফোরেন্স গ্রন্থগুলো ব্যবহার করতে জানে না।

ছাত্রের জন্য অন্যদের গবেষণাগুলো থেকে উপকৃত হওয়া, ইন্টারনেটে থেকে সংগ্রহ করা, ও সাধারণ সব গবেষকদের মত কোন কোন পয়েন্টে সহপাঠীদের সহযোগিতা নয়া জায়যে। কিন্তু গোট গবেষণাপত্র অন্যেরে কাছ থেকে নিয়ে সটো পশে করা জালিয়াতি ও মথিয়া; চাই ছাত্র এটি অন্য ছাত্রেরে কাছ থেকে সংগ্রহ করুক কথিবা ইন্টারনেটে থেকে সংগ্রহ করুক। যে শিক্ষক এ বিষয়টির স্বীকৃতি দয়া কথিবা এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে তিনিও গুনাহতে অংশীদার হবেন।

আরও জানতে দেখুন: [95893](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আপনি ছাত্রদের জন্য এমন রিপোর্টগুলো লখার কাজ স্থগতি করে দিয়ে ভাল করছেন। আমরা আল্লাহর কাছে দয়া করছি যাত করে আল্লাহ পূর্বেরে কৃত কর্ম ক্ষমা করে দনে, আপনাকে প্রতিদিন দনে এবং তাঁর অবারতি হালাল রযিকি থেকে আপনাকে রযিকি দনে।



আল্লাহই সর্বজ্ঞ।